পরম করুণাময়, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, এবং অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ছাড়া আর কোন আগ্রাসন নেই, এবং আমাদের বিশ্বস্ত রাসূল, তাঁর পরিবার এবং সাহাবীদের উপর প্রার্থনা ও শান্তি বর্ষিত হোক।

তাহলে

:

সংঘাত প্রতিষ্ঠান : আজ থেকে দেড় মাস আগে, আমাদের সম্মানিত মুজাহিদীন ভাইয়েরা সিরিয়ার অঞ্চলগুলিকে নুসরা সরকারের দখল থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং আলেপ্পো, হামা এবং হোমস থেকে দামেস্ক, তারতুস, লাতাকিয়া এবং উপকূল পর্যন্ত ইসলামী কেন্দ্রগুলিকে বাশার আল-আসাদের অত্যাচারী শাসন থেকে মুক্ত করেছিলেন। এই মাসে সিরিয়ায় দ্রুত ঘটনাবলী এবং জটিল পরিবর্তন দেখা গেছে, যা সিরিয়ার ফ্রন্টের বেশিরভাগ মুজাহিদীন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অবাক করে দিয়েছিল এবং এই পর্যায়টি বুঝতে তাদের বিভ্রান্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছিল, যার ফলে জিহাদি এবং ইসলামী চিন্তাভাবনা, কর্ম এবং বিপ্লবী আলোচনার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের ঢেউ উঠেছে। আর তখন জ্ঞান, ঈমান, জিহাদ এবং আল্লাহর দিকে আহ্বানের মতো গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিদের জন্য মুমিনদের অন্তরে ঈমানকে শক্তিশালী করার এবং ইসলাম বাতিলকারীদের হৃদয় থেকে হতাশা ও উদ্বেগের তীব্রতা দূর করার চেষ্টা করা জরুরি হয়ে পড়ে। যাতে তারা ইসলাম ধর্মকে সমর্থন করার জন্য স্থগিত ব্যবস্থাগুলিকে পুনর্গঠন করতে পারে এবং সিরিয়ার ভূমি জুড়ে সিরিয়ার সম্মানিত জনগণকে সম্মান ও সুরক্ষা দিতে পারে, এবং সিরিয়া বলতে আমরা সিরিয়ার বৃহত্তর ভূমিকে বোঝাই: দামেস্ক থেকে আল-আকসা মসজিদ এবং সমগ্র ফিলিস্তিন পর্যন্ত। এই ঘটনাগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য, আমরা আমাদের একজন সম্মানিত ভাই, উস্তাদ আব্দুল আজিজ আল-হাল্লাক, ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন। উস্তাদ আব্দুল আজিজ আল-হাল্লাক, ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন, জিহাদ, দাওয়াহ এবং শরিয়া রাজনীতির বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি এই সংলাপ আয়োজনের জন্য আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন যেখানে আমরা সিরিয়ায় এবং বিশেষ করে সিরিয়ায় জিহাদ এবং দাওয়াহের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করব। এই সময়কালে, আমরা মুজাহিদিন এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে বর্তমানে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে সেগুলি সম্পর্কেও আলোকপাত করব। এই সংলাপটি আল্লাহর দাওয়াত এবং আল্লাহর পথে জিহাদের বিষয়ে আগ্রহীদের জন্য কার্যকর হবে এবং এটি মুজাহিদিন এবং বিশেষ করে ইসলামের দা'ঈদের জন্য উপকারী এবং অনুপ্রেরণাদায়ক হবে এবং আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে সাহায্য এবং সাফল্য কামনা
করি।

আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করছি একটি সদয় বাক্য দিয়ে: শ্রদ্ধেয় আবু ওসামা আব্দুল আজিজ আল-হাল্লাক সাহেব: আসসালামু আলাইকুম, রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, আমরা আপনাকে এই সভায় স্বাগত জানাই, যেখানে আমরা সিরিয়ায় দাওয়াত এবং জিহাদের ক্ষেত্র সম্পর্কিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক, বৌদ্ধিক এবং পদ্ধতিগত প্রশ্নগুলি পরীক্ষা করব এবং প্রথমত, আমরা এই নির্ণায়ক বিজয়ের জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানিয়ে আপনার সাথে আমাদের সংলাপ শুরু করছি। তাই, হে আবু ওসামা, আমরা আপনাকে এই মহান বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি যা আল্লাহ তাআলা আমাদের এবং আমাদের মুসলিম উম্মাহকে জিহাদের বরকত দান করেছেন এবং আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যেন তিনি আমাদেরকে আল-আকসা মসজিদ এবং সমগ্র ফিলিস্তিনের বিজয় দান করেন এবং দখলদার ইহুদিবাদীদের হাত থেকে

আমাদের চোখ শীতল করেন,
আমিন।

অধ্যাপক আব্দুল আজিজ আল-হাল্লাক: আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, আমার প্রিয় ভাই! আল্লাহ আপনাকে আশীর্বাদ করুন এবং আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আপনাকে এই সদয় আমন্ত্রণ, আতিথেয়তা এবং সৎ মতামতের জন্য সর্বোত্তম প্রতিদান দেন। এবং আমি কেবল দেখতে পাচ্ছি যে আপনি আমার প্রতি খুব ভালো মতামত দিয়েছেন, তাই আপনার সম্পর্কে নবীর এই আয়াতটি বলার অধিকার আমার আছে: আমি আন্তরিকভাবে আপনার কাছে এই সমস্ত প্রশংসার প্রতিদান দিচ্ছি। যাদের মধ্যে সত্যিকার অর্থে এই গুণাবলী রয়েছে তারা প্রশংসার যোগ্য: আমি আপনাকে সিরিয়ার মুসলমানদের এবং আমাদের সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে বাশার আল-আসাদের অত্যাচারী শাসনের অবসানের মাধ্যমে যে মহান কল্যাণ দান করেছেন তার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যার অনুগ্রহ এবং করুণার দ্বারা সৎকর্ম সম্পন্ন হয়। আমরা মহান আরশের মালিক, পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের মুজাহিদীন ভাইদের হাতে দখলদার জালিমদের হাত থেকে সিরিয়ার সমগ্র অঞ্চলকে মুক্তি দান করেন এবং সিরিয়ার সমস্ত ভূখণ্ডের উপর পূর্ণ ও ব্যাপক বিজয়ের মাধ্যমে আমাদের আনন্দ পূর্ণ
করেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: সম্মানিত শিক্ষক, দয়া করে সিরিয়ার (সিরিয়া) মুক্তি ও বিজয় সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের জানান, যা বিজয়ী উমাইয়া নেতাদের মহত্ত্বের স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছিল। আপনি এই মহান বিজয়কে কীভাবে দেখেন এবং এটি আমাদের অতীতের গৌরবকে গৌরবময় বর্তমানের সাথে কতটা সংযুক্ত
করে?

অধ্যাপক আব্দুল আজিজ আল-হাল্লাক: আমার প্রিয় ভাই, এতে কোন সন্দেহ নেই যে যারা এই অপরাধী নাসের শাসনের সমাপ্তিতে খুশি নন তাদের হৃদয়ে এক বিন্দুও ঈমান নেই। এছাড়াও নিঃসন্দেহে 'শত্রুতা প্রতিহত করার' বরকতময় যুদ্ধের সময়, জালিমদের কারাগার থেকে আমাদের ভাই ও বোনদের মুক্তি, জালিম নাসের তাগুতের শাসন থেকে দেশের মুক্তি, সিরিয়ার (শাম) ভূমিতে আল্লাহর কালিমার ঊর্ধ্বে ওঠা, শিরক ও কুফরের পরাজয়, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের পরিবেশে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস এবং আল্লাহ ও আল্লাহর দিকে দাওয়াতের দরজা খুলে দেওয়া, এইসব ঘটনায় কোন সন্দেহ নেই।হেদায়েতের দান, এই সকল আশীর্বাদের জন্য আমরা মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং সকল মুসলিম এতে তাদের গভীর আনন্দ প্রকাশ করে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই সকলই আল্লাহর পথে জিহাদের একটি মহান দাবি এবং উদ্দেশ্য, যা কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহেই অর্জিত হয়েছে এবং এই সকল আশীর্বাদ ও আশীর্বাদ মুসলিম উম্মাহর জন্য জিহাদের মহান উপকারিতা হিসেবে বিবেচিত। তাই, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলিম উম্মাহর অনেক সন্তান এই গন্তব্যে পৌঁছাতে অংশগ্রহণ করেছেন। এভাবে, ধনীরা তাদের সম্পদ দিয়ে, আলেম ও ধর্মপ্রচারকরা তাদের দাওয়াত দিয়ে, মুজাহিদরা তাদের জীবন ও রক্ত দিয়ে এবং নির্যাতিত উম্মাহর সাধারণ মানুষ তাদের প্রার্থনা ও প্রার্থনার মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে এই স্থানে পৌঁছাতে অবদান রেখেছেন। এখানে আমরা গাজার মুজাহিদীন ভাইদের সাথে এবং আমাদের মাথার মুকুট, 'কাতাইব আল-কাসসাম' (kattaib al qassam)-এর পরাজয় কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় কারণ, সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্য এবং নির্দেশনায়, তারাই 'আল-আকসা ঝড়'-এর বরকতময় যুদ্ধ পরিচালনা করে সবচেয়ে কার্যকর কারণ তৈরি করেছিলেন, যার ফলে সিরিয়ার সামরিক অভিযান অধিদপ্তরের নেতাদের নেতৃত্বে 'শত্রুতা প্রতিহত করার' ঝড়

তৈরি হয়েছিল। আল্লাহ তাদের সাফল্য দান করুন। তাই, এই মহান বিজয়ের প্রস্তুতিতে অংশগ্রহণকারী সকলকে আল্লাহ তায়ালা পুরস্কৃত করুন এবং আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে তিনি তাঁর অনুগত বান্দাদের জন্য এই মহান বিজয়ের ফল সংরক্ষণ করা সহজ করুন এবং তাদেরকে আল্লাহর পথে জিহাদ এবং সিরিয়ার বিপ্লবের পরিকল্পনা সম্পন্ন করার ক্ষমতা দান করুন যাতে তারা জালেমদের জুলুম ও অত্যাচার থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে পারে। ৮ ডিসেম্বর (অর্থাৎ দামেস্ক বিজয়) সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মতামত, আমার প্রিয় ভাই, দামেস্ক বিজয় সম্পর্কে মানুষের অতিরঞ্জিত বক্তব্যের সাথে আমাকে কিছুটা দ্বিমত পোষণ করার অনুমতি দিন। সত্য হল, আমি আশঙ্কা করি যে এই অতিরঞ্জিত বক্তব্য সিরিয়ার জনগণের সচেতনতা এবং চেতনা হ্রাস করবে এবং দামেস্ক বিজয়কে তার বাস্তব ও বাস্তবসম্মত মাত্রার বাইরে অতিরঞ্জিত করার একটি উপায় হয়ে উঠবে। কোনও মুসলিমেরই সন্দেহ নেই যে নাসেরীয় অত্যাচারীর আধিপত্য থেকে দামেস্কের মুক্তি ইসলামের জনগণের জন্য একটি মহান বিজয় এবং একটি মহান অর্জন। তবে এটি অবশ্যই সেই ধরণের বিজয় নয় যা ইসলামের নেতারা সর্বদা এবং সর্বত্র আশা করেন। তাই এটা বলা ঠিক হবে যে সিরিয়া (সিরিয়া) ভূমি এখনও বিশ্বব্যাপী আধিপত্য এবং আন্তর্জাতিক দাসত্বের বোঝার নীচে কাতর, এটি এখনও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বদমাশ এবং বিশ্ব ব্যবস্থার বর্বরদের করুণায় এবং প্রাক্তন নাসেরীয় শাসনের বিশ্বব্যাপী প্রভুদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তাই এই বিশ্বব্যাপী দখলদাররাই আমাদের উপর নাসেরবাদী স্বৈরাচারী শাসন চাপিয়ে দিয়েছে এবং এটিকে টিকিয়ে রেখেছে এবং অর্ধ শতাব্দী ধরে এটিকে রক্ষা করেছে। প্রিয় ভাই, সত্য হল, এই বিজয় একটি আংশিক বিজয় এবং এটি এমন একটি সম্পূর্ণ এবং ব্যাপক বিজয় নয় যার বাইরে আর কোনও বিজয় হতে পারে না, যেমনটি মানুষ বুঝতে পেরেছে। দৃশ্যপটের প্রতিটি পর্যবেক্ষক সাক্ষ্য দেন এবং জানেন যে এই বিজয় জিহাদি শক্তির কাছ থেকে আসেনি, বা এটি এই অঞ্চলের সমস্ত সিরিয়ান দখলদার এবং খেলোয়াড়দের উপর কোনও জিহাদি পরিকল্পনা চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেও আসেনি, বরং এই বিজয় (দৈবক্রমে) ক্রুসেডার-ইয়োনিস্ট উপনিবেশবাদী পরিকল্পনা এবং শরিয়া জিহাদি পরিকল্পনার মিলনের প্রেক্ষাপটে এসেছে। তাই, তাদের করুণায় এবং তাদের আধিপত্যের অধীনে, তারা মুজাহিদিনদের জন্য তাদের লক্ষ্য অর্জনকে সহজ করে তুলেছে এবং তাদের সেই মোটা লাঠি হয়ে ওঠার সুযোগ দিয়েছে যার সাহায্যে তারা এই অঞ্চলের সেই খেলোয়াড়দের শাসন করে এবং শাস্তি দেয় যারা তাদের লাল রেখার কথা ভাবে না। বিশ্বব্যাপী কুফর কেবল মুজাহিদিনদের জন্য প্রাসাদ ও সিংহাসন দখল এবং পূর্বে তাদের এজেন্টদের দেওয়া জমিগুলি নিয়ন্ত্রণ করার পথ প্রশস্ত করেছিল যখন তারা সম্মত শর্তগুলি মেনে চলেছিল। তাই যখন মুজাহিদিনরা প্রাসাদ ও সিংহাসন অর্জনে সফল হয়েছিল, তখন পশ্চিমারা তাদের নোংরা এবং পচা পদ্ধতিতে মুজাহিদিনদের নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে এবং হুমকি এবং লোভের মাধ্যমে তাদের বিশ্বাসকে চূর্ণ করে দেয়। তারপর তারা তাদের বেশিরভাগ সামরিক ও কৌশলগত সরঞ্জাম এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য ধ্বংস করে তাদের অবাক করে দেয়, যা মূলত সিরিয়ার জনগণের সম্পত্তি ছিল এবং মুজাহিদিনদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ, তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনীয় ছাড়ের স্তর মূল্যায়ন করার জন্য তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পত্তির মালিকের ভূমিকা পালন করে। আমি আশা করি তারা সেই পর্যায়ে থামত, কিন্তু তারা মুজাহিদিনদের অপমান করতে, তাদের সম্মান, গর্ব এবং মর্যাদাকে অপমান করতে এবং তাদের নীতি ও পথ ত্যাগ করতে বাধ্য করতে থাকে, তাই তারা তাদের কাছে একজন জার্মান লেসবিয়ান পতিতা পাঠায়, যে মুজাহিদিনদের নেতাকে তার বিশ্বাস ও নীতি ত্যাগ করতে প্ররোচিত করতে শুরু করে। তাই যখন সে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে আসে, তখন সে তাদের নীতি পরিত্যাগ করতে প্ররোচিত করতে শুরু করে এবং তাদের উপর অর্থনৈতিক দরজা বন্ধ করে দেয় এবং হুমকি দেয় যে যতক্ষণ না তারা তার আদেশ মেনে চলে এবং তাদের আদেশ মেনে চলে, ততক্ষণ সে তাদের দান করবে না।তার দাবির সাথে। তাহলে আমরা কোন নির্ণায়ক মহান বিজয়ের সাথে নিজেদের প্রতারিত করছি? আমি খুব স্পষ্টভাবে বলছি যে দামেস্কের শাসকগোষ্ঠীর নেতৃত্বদানকারী এবং প্রতিষ্ঠিত ইহুদি-ক্রুসেডার সমঝোতামূলক আধিপত্যের অধীনস্থ সিরিয়ান মুজাহিদীনরা, যা তাদের এই বিজয় অর্জনের সুযোগ দিয়েছে। এবং দামেস্কের শাসক নেতৃত্ব নিজেদেরকে আফগানিস্তানের ইসলামিক আমিরাত হিসেবে বিবেচনা করা কেবল ভুলই নয় বরং কেবল

প্রতারণামূলকও। তাই আফগানিস্তানে যা অর্জন করা হয়েছিল তা হল একটি বিপ্লবী জিহাদী বিজয় যার ফলে একটি স্বাধীন শক্তি তৈরি হয়েছিল যা হাতকড়া পরা ছিল না, কারণ এটি আফগান জলাভূমিতে দীর্ঘ সময় ধরে ক্লান্তির পরে পূর্ণ শক্তির সাথে এই বিশ্ব ব্যবস্থার উপর তার ইচ্ছা চাপিয়ে দিয়েছিল। আমার প্রিয় ভাই! আমি অস্বীকার করব না যে ইহুদি-ক্রুসেডার পশ্চিম সিরিয়ান মুজাহিদীনদের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং মোকাবিলার পরীক্ষায় তাদের পরীক্ষা করার জন্য সময় দেবে, এবং সেই কারণেই তারা তাদের শক্তির এই প্রান্তিকতা ছেড়ে দিয়েছে তারা কী করে তা দেখার জন্য, এবং তারা মুজাহিদীনদের স্পষ্টভাবে বলেছিল: "আমরা তোমাদের ভালো এবং মহৎ কথা শুনি, কিন্তু আমরা তোমাদের কাজও দেখব।" আর এখানে মুজাহিদদের মনে রাখা উচিত যে তাদের প্রভুও তাদের প্রতি এই কথাই বলেছেন। : মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং ধৈর্য ধরো। নিশ্চয়ই পৃথিবী আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী করে দেন এবং [সর্বোত্তম] পরিণতি ধার্মিকদের জন্য।" তারা বলল, "তোমরা আমাদের কাছে আসার আগে এবং তোমাদের আমাদের কাছে আসার পরে আমাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছিল।" তিনি বললেন, "হয়তো তোমাদের প্রভু তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী করবেন।" তারপর তিনি দেখবেন তোমরা কেমন আচরণ করো। "মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন: আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং ধৈর্য ধরো। পৃথিবী আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী করে দেন, এবং ধার্মিকদের জন্য পরিণাম শুভ।" তারা বলল, "তোমাদের পূর্বে এবং তোমাদের পরে আমরা দুর্দশাগ্রস্ত ছিলাম।" মূসা (আঃ) বললেন, "তোমাদের প্রভু শীঘ্রই তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী করবেন, তারপর তিনি দেখবেন তোমরা কেমন আচরণ করো।" মুজাহিদীন সম্প্রদায় যদি তাদের ধর্মের ভিত্তি এবং ইসলামের নীতিতে অটল থাকে, তাহলে তারা অবশ্যই পশ্চিমাদের পরীক্ষায় ব্যর্থ হবে। তারপর পশ্চিমারা মুজাহিদীনদের জন্য লাল আলো জ্বালাবে যা তারা পূর্বে মুজাহিদীনদের শত্রুদের দেখিয়েছিল এবং আবারও তাদের শত্রুদের সবুজ সংকেত দেবে যাতে তারা একই সাম্প্রদায়িক অক্ষে ফিরে যায় যেখানে তারা এক দশক আগে তাদের সাথে লড়াই করছিল। এইভাবে, ইহুদিবাদী-ক্রুসেডার জোট আমাদের মুসলিম উম্মাহকে সাম্প্রদায়িকতার ঘূর্ণিতে নিমজ্জিত করতে চাইবে যাতে তাদের জন্য আমাদের ভূমিতে তাদের বিভেদমূলক উপনিবেশবাদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা এবং আমাদের সক্ষমতা ধ্বংস করা সহজ হয়, এবং আল্লাহ আমাদের
সাহায্যকারী।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: তাহলে
সম্ভবত আপনি মনে করেন যে এই বিজয় গাজার 'প্রতিরোধের অক্ষ' আক্রমণ করার একটি নাটক এবং এই অঞ্চলে ইহুদিবাদী-ক্রুসেডার প্রকল্পের এই তরুণ সিরিয়ান বিজয়ী মুজাহিদীনরা আন্তর্জাতিক ভাড়াটে ক্ষেত্রে শক্তিশালী করার জন্য কাজ
করছে।

অধ্যাপক আব্দুল আজিজ আল-হাল্লাক: না, আমার প্রিয় ভাই! আল্লাহ না করুন, আল্লাহ না করুন যে আমি আমার মুজাহিদীন ভাইদের মর্যাদা ও সম্মান হ্রাস করি অথবা তাদের ধর্ম ও উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ করি, কারণ আমিও তাদেরই একজন। 'রাদা' আল-আদওয়ান' যুদ্ধের মুজাহিদীনদের মধ্যে আমি যা দেখেছি তা হল কেবল আন্তরিকতা, আনুগত্য এবং ধর্মের প্রতি ত্যাগ, তবে আমি আপনার সামনে বিজয়ের চিত্রটি বাস্তবতা অনুসারে বর্ণনা করেছি, কিশোর ছেলেদের অতিরঞ্জন এবং আবেগপ্রবণ ভাইদের অতিরিক্ত কথাবার্তা ছাড়াই এবং ধূর্ত, প্রতারক লোকদের মনগড়া থেকে দূরে, যারা আমাদের সচেতনতা এবং চেতনা মুছে ফেলতে চায়, আমাদের চিন্তাভাবনা বিকৃত করতে চায় এবং আমাদেরকে মায়া ও স্বপ্নে আটকে রাখতে চায় যাতে ঘটনা এবং বাস্তব পরিস্থিতি আমাদের সামনে না আসে। আমার প্রিয় ভাই! দামেস্কে মুজাহিদীনদের শাসন এবং সিরিয়ার প্রায় অর্ধেকের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও, আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত

নয় যে বাস্তবে তারা এখনও দখলদারদের আধিপত্যের অধীনে রয়েছে এবং সিরিয়ায় মুজাহিদীন এবং সিরিয়ার জনগণের উপর এখনও রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক দখলদারিত্ব বিরাজ করছে এবং এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। সত্যি কথা বলতে, আপনি যে উমাইয়াদের বিজয়ের কথা উল্লেখ করেছেন এবং দামেস্ক বিজয়ের সাথে তুলনা করেছেন, সেগুলো ছিল ইসলামী শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্প্রীতির যুগে। সেই বিজয়গুলো বিশ্বব্যাপী কুফরের নেতাদের অনুমতি, সম্মতি এবং সুযোগে সংঘটিত হয়নি, এবং মুজাহিদিনদের প্রশংসনীয় ধর্মীয় ইচ্ছাশক্তি এবং কাফেরদের ঘৃণ্য, অভিশপ্ত ইচ্ছাশক্তির সংমিশ্রণের কারণেও ঘটেনি। আপনার প্রভুর কসম, ইতিহাসে কি এমন কোন ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে যেখানে কোন উমাইয়া খলিফা বা উজির রোমান রাজা হেরাক্লিয়াসের কাছে অভিনন্দন ও আশীর্বাদের বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তাঁর শক্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেছিলেন? অধিকন্তু, উমাইয়াদের কাছে ফিরে যাওয়ার এবং তাদেরকে ইসলামী ইতিহাসের সর্বোচ্চ উদাহরণ এবং সর্বোত্তম মডেল ঘোষণা করার স্লোগান বেশিরভাগ মুসলিম পণ্ডিতের দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদেরকে উমাইয়া খলিফাদের সুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, উমাইয়া খলিফাদের সুন্নাতের দিকে নয়।ঠিক যেমন আমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং উমাইয়াদের পথে নয় বরং নবুওয়তের পথে ফিরে আসার দাবি করা হয়েছে।

সাক্ষাৎকারকারী: ঠিক আছে, কিন্তু আবু ওসামা, আমাকে অবাক করেছে যে এই বিজয় বা এর পদ্ধতি এবং ধরণ সম্পর্কে আপনার কিছু আপত্তি আছে। আপনার কথা থেকে এটাও বোঝা যায় যে আপনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতি নতুন সিরিয়ান প্রশাসনের মনোভাব নিয়ে কিছুটা অসন্তুষ্ট, নাকি এটি বিপরীত? নতুন সিরিয়ান প্রশাসন সম্পর্কে আপনার কী আপত্তি এবং এর সমালোচনা কী? এই বৃহৎ দেশগুলি যারা সিরিয়ায় তাদের স্বার্থ হাসিল করতে চায়, তাদের মুখে তারা কী করতে পারে?

প্রফেসর আব্দুল আজিজ আল-হাল্লাক: দেখুন, আমার প্রিয় ভাই! যখন আমরা সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি, এর বাস্তবতা এবং ২০২৪ সালের শেষের দিকে ঘটে যাওয়া ঘটনার পরিণতি পরীক্ষা করি, তখন সিরিয়ায় যা ঘটেছিল তা এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক শহর মুক্ত করার চেয়ে বেশি কিছু নয়, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল রাজধানী দামেস্ক, যার উপর ইসলামের মুজাহিদিনদের বিভিন্ন উপদলের ইসলামী কর্তৃত্ব ন্যস্ত। আমার ব্যক্তিগত মতে, এই ধরনের মুক্তিকে একটি নির্ণায়ক বিজয় এবং একটি প্রকৃত বিজয় হিসেবে বর্ণনা করা একটি আশাব্যঞ্জক রূপক নাম হিসেবে ন্যায্য হতে পারে যা আমরা মুসলিম উম্মাহ এবং সিরিয়ার জনগণের জন্য মহান আল্লাহর কাছ থেকে পূর্ণ করার আশা করি। তবে, যে বাস্তবতাটি সঠিক শব্দে প্রণয়ন করতে হবে এবং এর শরিয়া মেনে চলতে হবে তা বৈজ্ঞানিক, আইনশাস্ত্রীয়, শরিয়া এবং যৌক্তিক উপায়ে ব্যাখ্যা করতে হবে তা হল সিরিয়া (সিরিয়া) এখনও বিজিত হয়নি এবং যা ঘটেছে তা এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ শহরের মুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং এটি মুজাহিদীন এবং বিপ্লবীদের উপর আরোপিত কিছু কর্তব্যের পরিপূর্ণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী ব্যক্তিদের বিশ্বব্যাপী কুফরের ইমামদের দ্বারা আরোপিত অভ্যন্তরীণ এজেন্ট (বাশার আল-আসাদ) থেকে দামেস্ককে মুক্ত করার আনন্দে অন্ধ হওয়া উচিত নয়, তাদের অকাল কোনও কিছুতে তাড়াহুড়ো করা উচিত নয় এবং বিপ্লবের সমাপ্তি, সিরিয়ার জিহাদের যুগের সমাপ্তি এবং রাষ্ট্র গঠনের যুগের সূচনা ঘোষণা করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। কারণ এটি জিহাদ ও বিপ্লবের জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর ঠান্ডা জল ঢেলে দেওয়ার সমতুল্য, এবং একজন ন্যায়পরায়ণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি উপলব্ধি করেন যে সিরিয়ার আইনশাস্ত্রীয় এবং বাস্তবসম্মত সত্য নিশ্চিত করে যে এটি এখনও দখলে রয়েছে এবং আক্রমণকারী শত্রুকে এখনও সেখান থেকে বিতাড়িত করা হয়নি এবং ইহুদিবাদী-ক্রুসেডার দখল এখনও সিরিয়ার বেশিরভাগ অংশের উপর বিরাজ করছে। অধিকন্তু, সচেতন ও সৎ নেতৃত্বের

কর্তব্য হল তার বিপ্লবী জনগণ এবং তার মুজাহিদীন সৈন্যদের কাছে একটি সঠিক চিত্র উপস্থাপন করা যা বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং তাদের সকলকে বলে যে সিরিয়ার ভূমি ছিল জটিল বিদেশী দখলদারদের একটি দখলদারিত্ব যারা পূর্বে ২০১১ সালে সিরিয়ার ভূমির সম্পদ ও সম্পদ ভাগাভাগি করার জন্য একজন অভ্যন্তরীণ এজেন্ট, বাশার আল-আসাদকে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিল, এবং যখন বিপ্লবীরা বিদ্রোহ করে, তখন এই দখলদাররা তাদের ইহুদিবাদী-ক্রুসেডার আমেরিকান-রাশিয়ান যুদ্ধ শুরু করে এবং তাদের প্রত্যেকে তাদের মিত্রদের যুদ্ধে নিয়ে আসে যাতে তারা সিরিয়ার প্রভাব এবং এর সম্পদ নিজেদের মধ্যে বন্টন পরিচালনা করতে পারে। এরপর যখন ইউক্রেনে এই প্রধান দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং তাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়, তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বিভক্ত করে দেন, এমনকি সমগ্র পৃথিবীতে, বিশেষ করে সিরিয়ার ভূমিতে, তাদের মতপার্থক্য চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে। এরপর, ৭ অক্টোবর, তাদের উপর এক বিরাট বিপর্যয় নেমে আসে, যার নাম আল-আকসা ঝড়, যা তাদের পূর্বে সম্মত বেশিরভাগ চুক্তি এবং বোঝাপড়াকে উল্টে দেয়। এরপর, নিরাপত্তা পরিষদে বিশ্ব নিয়ন্ত্রণকারী পাঁচ দেবতার মধ্যে এই মতপার্থক্য, দ্বন্দ্ব এবং যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে, 'আগ্রাসন প্রতিরোধের' আশীর্বাদপূর্ণ যুদ্ধ শুরু হয়। এরপর, সিরিয়ার মুজাহিদিনরা সবচেয়ে ছোট অত্যাচারী বাশার আল-আসাদকে উৎখাত করে, যদিও সে সিরিয়ায় আমাদের মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে নিষ্ঠুর এবং নিপীড়ক ছিল, কিন্তু বাস্তবতা হল যে বাশার আল-আসাদই একমাত্র অপরাধী এবং সিরিয়ার জনগণ এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি ছিলেন না। এমনকি সিরিয়াও দুর্বলতম বিদেশী দখলদারদের, অর্থাৎ ইরানের হাত থেকে মুক্ত হয়েছে, যখন বড় বিদেশী দখলদাররা এখনও সিরিয়ার ভূমির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে এবং সিরিয়ার উপর তাদের প্রভাব নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে। অতএব, একটি সৎ নেতৃত্ব তার জনগণ এবং সৈন্যদের সকল বিষয় সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখায়, পরিস্থিতির বাস্তবতা এবং ফলাফল স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে এবং দখলদারদের কাছ থেকে ভয় বা আশঙ্কা ছাড়াই সিরিয়া দেশের মুখোমুখি বিপদগুলি তার জনগণের কাছে প্রকাশ করে, তারা সমসাময়িক ইহুদিবাদীই হোক না কেন। - তা সে ক্রুসেডার প্রভু হোক বা তাদের স্থানীয় এজেন্ট। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আমি যা দেখতে পাচ্ছি তা হল মুজাহিদিনদের নেতৃত্ব সিরিয়ার ভূমির প্রতি লোভী এবং লোভী ইহুদিবাদী - ক্রুসেডার দেশগুলির মুখোমুখি হওয়ার জন্য অনেক পদক্ষেপ নিতে পারে। প্রথমে তাদের জনগণ, সৈন্য এবং উম্মাহর প্রতি সৎ হতে হবে, তাদের স্পষ্টভাবে বলতে হবে যে আমরা এখনও সিরিয়ার ভূমির উপর একটি বিশাল দখলের মুখোমুখি।এবং তারা সিরিয়ার ইসলামী সরকারকে উৎখাত করার জন্য অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হচ্ছে এবং এমন কিছু লোকও আছে যারা মুজাহিদিনদের অর্জিত জিহাদি সাফল্য চুরি করতে চায় এবং জিহাদি বিপ্লব এখনও জীবিত এবং সুস্থভাবে চলছে এবং এর শিখা এবং অঙ্গার জ্বলতে থাকবে যতক্ষণ না সিরিয়ার পুরো ভূখণ্ড ইহুদিবাদীদের হাতে - ক্রুসেডার যুদ্ধের শেষ বহিরাগত দখলদার এবং অভ্যন্তরীণ এজেন্ট থেকে মুক্ত হয়। নতুন সিরিয়ান প্রশাসনের জন্য তাদের জনগণ, সৈন্য এবং আরব ও ইসলামী সম্প্রদায়ের সামনে তথ্যগুলি প্রকাশ করা এবং খোলাখুলি এবং স্পষ্টভাবে বলা অপরিহার্য যে এখন পর্যন্ত আমরা কেবল নিপীড়নের প্রথম স্তরটিই ছিঁড়ে ফেলেছি, যা আসলে সবচেয়ে বড় রোগের লক্ষণ, তবে সিরিয়ান অঞ্চলে সবচেয়ে বড় সংঘাত হল এই ভূমিতে ইহুদিবাদীদের দখল। - একটি ক্রুসেডার দখলদারিত্ব রয়েছে, তাই এরাই সেই লোকেরা যারা তাদের এজেন্টদের সিরিয়ার জনগণের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য বেছে নেয়, এবং কেবল আল্লাহই ভালো জানেন।

সাক্ষাৎকারকারী: ঠিক! সিরিয়ার বাস্তবতা সম্পর্কে আপনার হতাশাজনক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি যা বুঝতে পেরেছি তা হল বিপ্লব শেষ করার সিদ্ধান্তটি একটি বিপ্লবী ভুল এবং সিরিয়ার জনগণের জন্য একটি বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু তুমি কি মনে করো না যে

নতুন নেতৃত্ব এই কঠিন বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন, কিন্তু সিরিয়ার জনগণের উপর থেকে এই অঞ্চলের এই অহংকারী এবং দখলদার দেশগুলির হুমকি যতটা সম্ভব নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা করছে? তুমি কি মনে করো না যে এই দুর্বলতার ছায়ায় এবং আমাদের উম্মাহ যে জটিল বাধা এবং তীব্র চাপের মুখোমুখি হচ্ছে, নতুন প্রশাসনকে সর্বোত্তম উপায়ে সংগঠিত করা এবং একই সাথে এই অঞ্চল নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান শক্তিগুলিকে প্রতারিত করা একটি বিচক্ষণ এবং রাজনৈতিকভাবে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত?

অধ্যাপক আব্দুল আজিজ আল-হাল্লাক: আমি মোটেও হতাশাবাদী নই, আমার প্রিয় ভাই! বরং, আমি, ঈশ্বরের কসম, একজন সতর্ক ব্যক্তির মতো আশাবাদী, কিন্তু আমি চাই যে আমি এবং নতুন নেতৃত্বের আমার ভাইয়েরা নিজেদের প্রতি, আমাদের জনগণের প্রতি এবং আমাদের অনুগত মুজাহিদীন সৈন্যদের প্রতি আন্তরিক এবং সত্যবাদী হোক। তাহলে কেন তুমি বিপ্লবের সমাপ্তি ঘোষণা করছো যখন এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয়নি, এবং কেন তুমি জিহাদের সমাপ্তি দাবি করছো যখন এর দায়িত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান? এটি শরিয়া, আইনশাস্ত্র, বিপ্লবী এবং রাজনৈতিক মাপকাঠিতে একটি বিশাল ভুল এবং ত্রুটি। আমার প্রিয় ভাই! এইভাবে, তারা পবিত্র বিপ্লবের জ্বলন্ত শিখায় ঠান্ডা জল ঢেলে দিচ্ছে এবং জিহাদিদের ক্রোধের আগুন নিজেদের হাতে নিভিয়ে দিচ্ছে, যদিও তারা দেখে যে পশ্চিমারা তাদের দেওয়া ছাড় (এবং তাদের লক্ষ্য ত্যাগ) দেখে খুশি এবং তাদের প্রশংসা করছে! এটি কোনও অবস্থাতেই অনুমোদিত নয় এবং তাদের কখনই রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উভয় দিক থেকেই ভুল পদ্ধতির মাধ্যমে এই দেশগুলির হুমকিকে নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা করা উচিত নয়। এই ধরণের পদ্ধতি তাদের, মুজাহিদিনদের এবং সমগ্র বিপ্লবকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিয়ে যেতে পারে। আমার প্রিয় ভাইয়েরা! যদি তারা একটি দুর্দান্ত এবং সিদ্ধান্তমূলক বিজয় চায়, তাহলে তাদের উচিত তাদের নিজের মুখে অত্যাচারীদের "না" বলা এবং তাদের বলা যে তোমরা আমাদের ভূমি ও মাটি দখল করে আছো এবং আমাদের জনগণ এই দখলদারিত্ব এবং এই অহংকারী পৃষ্ঠপোষকতা মেনে নেবে না। এবং হ্যাঁ, তারা তাদের জিহাদি এবং বিপ্লবী আন্দোলন স্থগিত রাখতে পারে যতক্ষণ না তারা তাদের নিঃশ্বাস বন্ধ করে এবং তাদের পদ পুনর্গঠন করে, তবে তাদের অবশ্যই তাদের জনগণ, সৈন্য এবং উম্মাহর প্রতি সৎ থাকতে হবে। তাহলে, বর্তমান দুর্বলতার ছায়ায়, এই বৃহৎ দেশগুলিকে এই বিবৃতি দিয়ে সম্বোধন করা ঠিক হবে যে আমরা সিরিয়ার ভূখণ্ডে তোমাদের দখলদারিত্বের মুখোমুখি। এখন হয় দখলদাররা কূটনৈতিক চ্যানেল এবং রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সিরিয়ার ভূখণ্ড ত্যাগ করবে, অথবা মুজাহিদিনদের নেতৃত্ব দখলদারদের কাছে ঘোষণা করবে যে তারা স্বর্গ ও পৃথিবীর আইন অনুসারে নির্ধারিত সকল বৈধ উপায়ে তাদের প্রতিহত করবে এবং যত সময়ই লাগুক না কেন, তারা অনিবার্যভাবে তাদের বিপ্লবী এবং জিহাদি আন্দোলন পুনরায় শুরু করবে যাতে তাদের ভূখণ্ডের শেষ বিন্দুটি প্রতিটি দখলদার এবং এজেন্ট থেকে মুক্ত করা যায়। আমাদের ইসলামী বিশ্ব দখলকারী এই দেশগুলিকে প্রতারিত করার সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনার প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আমার বিনীত মতে এই ধারণাটি আমাদের অহংকারী শত্রুদের বাস্তবতা সম্পর্কে সরল ইসলামী ধারণার শীর্ষে রয়েছে। আমার ভাই! এই দেশগুলি দাতব্য সংস্থা বা দাওয়াহ গোষ্ঠী নয় যাদেরকে ইসলামের লোকেরা প্রতারণা করতে পারে এবং প্রতারণা করতে পারে যেমন কিছু লোক স্বপ্ন দেখে এবং কল্পনা করে। এগুলি সেই বৃহৎ, নিষ্ঠুর দেশ যারা আমাদের মাংস খেয়ে বড় হয়েছে, আমাদের রক্ত পান করেছে এবং আমাদের শিশু ও নারীদের হত্যা করেছে এবং এখনও বেড়ে উঠছে এবং বেঁচে আছে। এই দেশগুলি যুদ্ধরত দেশ যারা আগ্রাসন এবং যুদ্ধ পছন্দ করে। তারা ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারদর্শী, এবং তাদের রক্তাক্ত ইতিহাস নিশ্চিত করে যে তারা ঔপনিবেশিক দেশ যারা তাদের শত্রুদের পরাজিত ও চূর্ণবিচূর্ণ করতে সক্ষম, এমনকি প্রতিযোগী মানব সভ্যতাকেও ধ্বংস করতে সক্ষম, এবং যাদের তাদের সম্পর্কে এত সরল ধারণা রয়েছে তারা অবশেষে তাদের দাসদের দাস, তাদের এজেন্টদের এজেন্ট এবং তাদের এজেন্টদের এজেন্ট হয়ে উঠবে। আমার প্রিয় ভাই! আমরা এমন সাম্রাজ্যের মুখোমুখি হচ্ছি যারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। যখন আমাদের মধ্যে কেউ, তাদের করুণায় এবং আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া আন্তর্জাতিক

সম্প্রদায়ের ধন্যবাদে, ক্ষমতায় আসে, তখন তারা আমাদের এক মুহূর্তও ক্ষমতায় থাকতে দেয় না, আমাদের নিঃশ্বাস ফেলার জন্য বা আমাদের পদ পুনর্গঠনের জন্য, বরং তারা আমাদের জন্য ষড়যন্ত্র এবং খেলা তৈরি করে, এবং আমরা সেই বৃত্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি যেখানে বাশার আল-আসাদ অর্ধ শতাব্দী ধরে বাস করেছিলেন, এবং দুর্ভাগ্যবশত তখন আমরা মুজাহিদিনদের নেতাদের খুঁজে পাব যারা তাকে আকাঙ্ক্ষা এবং ভয়ের সাথে ডাকে এবং তার প্রতি বিনয় দেখায়।

সাক্ষাৎকারকারী: প্রিয় অধ্যাপক আব্দুল আজিজ আল-হাল্লাক! আসুন এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করি। দামেস্কের স্বাধীনতার প্রায় দুই মাস পরে, সাধারণভাবে এই অঞ্চলে এবং বিশেষ করে সিরিয়ায় যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তার আলোকে, আপনার মতে, সিরিয়ায় আপনি কী হুমকি দেখতে
পাচ্ছেন?

অধ্যাপক আব্দুল আজিজ আল-হাল্লাক: সমগ্র অঞ্চলে এবং বিশেষ করে সিরিয়ায় ইহুদি-ক্রুসেডার হুমকির চেয়ে বড় হুমকি আর কিছু নেই, এবং এই হুমকির তুলনা বাশার আল-আসাদের পূর্বে প্রতিনিধিত্বকারী নুসেইরি হুমকির সাথে মোটেও করা যায় না। সিরিয়ার বিপ্লবীরা যখন বিদ্রোহ করছিল যে সিরিয়ায় তাদের একমাত্র হুমকি হল স্থানীয় নুসেইরি সরকার এবং তার মিত্ররা, তখন এখন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ইহুদি-ক্রুসেডার শত্রুরা তাদের উপর নখর মতো চারদিক থেকে অবরোধ আরও জোরদার করেছে। প্রথম হুমকি হল ইসরায়েলি-ক্রুসেডার হুমকি, যাকে 'এই অঞ্চলের প্রভু' হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এবং এটি জানা যায় যে তারা বৃহত্তর সিরিয়ার ভূখণ্ডের উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করেছে, যার মধ্যে দক্ষিণ সিরিয়ার এলাকাও রয়েছে। এই দখলদারিত্ব এখনও দক্ষিণ দিক থেকে ছড়িয়ে পড়ছে এবং আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে দারা, কুনেইত্রা এবং সুইদায় বিশ্বাসঘাতকদের অনেক সমর্থক এবং সাহায্যকারী রয়েছে, যার মধ্যে কিছু সুন্নি গোষ্ঠী, দ্রুজ সম্প্রদায়ের মানুষ ইত্যাদি রয়েছে। এই হুমকিকে সমগ্র বৃহত্তর সিরিয়ার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটি তার উদ্দেশ্য এবং আকাঙ্ক্ষা ব্যাখ্যা করতে কখনও ক্লান্ত হয় না এবং এর কাছে উপলব্ধ সমস্ত পদ্ধতি এবং উপায়ের মাধ্যমে খোলাখুলিভাবে এই উদ্দেশ্যগুলি প্রকাশ করেছে। ইহুদিবাদী সৈন্যরা তাদের কাঁধে বহনকারী মহান ইসরায়েল রাষ্ট্রের মানচিত্রগুলি এই উস্কানিমূলক উপায়ের সমুদ্রে এক ফোঁটা মাত্র। এবং এই হুমকির সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হল 'আহমদ আল-আওদা'র নেতৃত্বে আরব-ইহুদিবাদী বাহিনীর হুমকি, যিনি প্রথম দামেস্কে প্রবেশ করেছিলেন এবং এটিকে উৎখাত করেছিলেন। ততক্ষণে, হায়াত তাহরির আল-শাম হোমসকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তও করতে পারেননি। এবং তারপরে ফোর সিজনস হোটেলে কমান্ডার আহমেদ আল-শারা (পূর্বে আল-জুলানি) এর সাথে তার অদ্ভুত সাক্ষাতের পর তিনি দামেস্কের দৃশ্যপট থেকে অদৃশ্য হয়ে যান এবং তারপরে তিনি সিরিয়ার দৃশ্যপটের সামনে এসেছিলেন। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে লিবিয়ার হাফতার এবং সুদানের হামিদাতির কাছ থেকে আমরা যে হুমকি দেখেছি তা এর সমান্তরাল, তাই আহমেদ আল-আওদা হলেন 'সিরিয়ার হামিদাতি' এবং 'সিরিয়ার হাফতার' কারণ তার প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরাত, জর্ডান এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য প্রতিবিপ্লবী দেশগুলির পূর্ণ সমর্থন রয়েছে, কিন্তু আরও বিপজ্জনক বিষয় হল যে একই সাথে তার প্রতি রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনও রয়েছে, যা অদ্ভুত। দামেস্কের স্বাধীনতার পরপরই প্রতিবেশী দেশগুলি তাদের জন্য প্রশিক্ষণ, নিয়োগ এবং অস্ত্রের দরজা খুলে দিয়েছে। তাহলে আমরা কি দক্ষিণ থেকে প্রতিবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে? দ্বিতীয় হুমকি হল আমেরিকান - ইহুদিবাদী - ক্রুসেডার হুমকি, যা তার আরব এবং কুর্দি এজেন্টদের মাধ্যমে সিরিয়ার ভূখণ্ডের কিছু অংশ দখল করছে। 'সালেম তুর্কি আল-আন্তারি'র নেতৃত্বে ফ্রি সিরিয়ান আর্মি, আমেরিকান - ইহুদিবাদী - ক্রুসেডার যুদ্ধের আরব এজেন্টদের মধ্যে একটি, এবং তাদের শিবিরটি ইরাক এবং জর্ডান সীমান্তবর্তী সিরিয়ার ত্রিভুজ 'তানফ'-এ অবস্থিত আমেরিকান ঘাঁটিতে। যদিও তারা বর্তমানে নতুন প্রশাসন এবং নতুন সিরিয়ান সেনাবাহিনীর অংশ, তারা আসলে ২০০৮ সালে ইরাকে আমেরিকান জেনারেল পেট্রাউস দ্বারা গঠিত সাহওয়াত (তথাকথিত

শান্তিরক্ষী বাহিনী) এর একটিতে। এটি এই অঞ্চলে সাহওয়াত প্রকল্পের একটি সম্প্রসারণ এবং সিরিয়ায় আমেরিকান সেনাবাহিনীর একটি সম্মুখ যোদ্ধা ইউনিট, যাদের সংখ্যা দশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে এবং তাদের অস্ত্র এবং পূর্ণ প্রশিক্ষণ মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। আমেরিকান - জায়নিস্ট - ক্রুসেডের কুর্দি এজেন্টদের ক্ষেত্রে, তারা সিরিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ফোর্সেস যা (SDF) বা (QSD) নামে পরিচিত, যার নেতৃত্বে নিষ্ঠুর অপরাধী 'মাজলুম আবদি'। এই নাস্তিক গোষ্ঠীটি সিরিয়ার সবচেয়ে খারাপ কাফেরদের মধ্যে একটি এবং তারা ইসলাম এবং ইসলামের লোকদের সবচেয়ে ঘৃণা করে, তাদের এলাকায় পবিত্র কুরআন মুখস্থ করার অনুমতি নেই, এমনকি ইসলামের রঙ ধারণকারী অনেক আচার-অনুষ্ঠানও অনুমোদিত নয়, যার মধ্যে রয়েছে আগুন, সূর্য এবং চাঁদের উপাসনা করা। সিরিয়ায় এই নাস্তিক কুর্দি এবং নুসাইরি রাফিদিদের চেয়ে বড় কাফের আর কেউ নেই, এবং এই দুটি গোষ্ঠীর চেয়ে ইসলাম এবং মুসলমানদের বেশি ঘৃণা করে না। এই গোষ্ঠীগুলি সিরিয়ার বিশাল অঞ্চল দখল করে আছে যা কৌশলগত এবং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাদের কাছে কালো সোনা, অর্থাৎ সিরিয়ার তেল রয়েছে। তারা নিজেদের সুরক্ষার চেয়ে তাদের এলাকায় আমেরিকান ঘাঁটিগুলিকে বেশি সুরক্ষিত করে। মুজাহিদিনরা দামেস্ক মুক্ত করার পর, তারা সম্প্রতি ২৯ এবং ৩০ নম্বর মার্কিন ঘাঁটিতে আক্রমণ করে নিশ্চিত করা হয়েছে যে তারা সিরিয়ার ভূখণ্ডের কিছু অংশ দখল করে রেখেছে এবং নতুন সিরিয়ান প্রশাসনকে একই কাজ করতে বাধ্য করছে। তৃতীয় হুমকি হল রাশিয়ানদের হুমকি - ক্রুসেডার এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী মিত্ররা যারা অর্ধ শতাব্দী ধরে দামেস্কের ভূদৃশ্য এবং এর শাসনব্যবস্থার অগ্রভাগে রয়েছে। তারা বর্তমানে লাতাকিয়ার পাহাড় এবং উপকূলীয় অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি এবং সুরক্ষিত ভবন স্থাপন করছে এবং তাদের একটি জনপ্রিয় সাম্প্রদায়িক আখ্যান রয়েছে যা তারা লালন করে, যার ক্ষমতা ইদলিব, আফরিন এবং উত্তর সিরিয়ার বিপ্লবীদের তুলনায় অনেক বেশি, যারা বিপ্লবের তেরো বছর ধরে সিরিয়ার বিপ্লবীদের আলিঙ্গন করেছিল। তারা ইরান, রাশিয়া, লেবানন, ইয়েমেন ইত্যাদি থেকে ব্যাপক আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আমরা তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের একটি বড় সম্প্রসারণ প্রত্যক্ষ করব, কারণ তারা এখন তাদের পদমর্যাদা সংগঠিত করার এবং বিপ্লবী নুসরা কাঠামো পুনর্নির্মাণের প্রক্রিয়াধীন, এবং তারতুসে রাশিয়ান হামিমিম ঘাঁটি এবং তারতুস বন্দরের টিকে থাকা এই হুমকিকে শক্তি, টিকে থাকা এবং স্থিতিশীলতা দেওয়ার প্রধান কারণ। ১ চতুর্থ হুমকি হলো আইসিস - ইহুদিবাদী হুমকি যা আইসিস প্রজনন খামারগুলিতে তৈরি হয়েছিল এবং বর্তমানে পৃষ্ঠপোষকতা, সুরক্ষা এবং লালন-পালন করা হচ্ছে। গত দশক ধরে, আইসিস জঙ্গিদের বিভ্রান্তির জগৎ থেকে সরিয়ে শ্রমের জগতে স্থানান্তরিত করার জন্য ইহুদিবাদী - ক্রুসেডারদের প্রচণ্ড প্রচেষ্টা চলছে, এবং যদি কোনও আইসিস সদস্য তার বিদেশীতার বিভ্রান্তিতে থাকতে চায় এবং শ্রমের জগতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করে, তবে তার পৃষ্ঠপোষক এবং রক্ষকরা সিরিয়ার মরুভূমি (বাদিয়া) এবং পালমিরা এবং হোমসের উপকণ্ঠে তাকে লক্ষ্য করে যাতে আইসিস শ্রমিক ফ্রন্টকে বিভ্রান্তির ফ্রন্টের উপর প্রাধান্য বজায় রাখা যায়। এই হুমকি সিরিয়ার সুন্নিদের পরিকল্পনার জন্য বিষাক্ত ছুরি। এই বিপদ উপরে উল্লিখিত বিপদের চেয়ে কম নয় বললে অত্যুক্তি হবে না, তবে জিহাদিদের মধ্যে আরও শত্রুতা তৈরি করার সম্ভাবনা রয়েছে, যে কারণে ইহুদিবাদী-ক্রুসেডার অভিযান এখনও তাদের জন্য তৈরি শিবিরগুলিতে তাদের যথাযথ যত্ন নিচ্ছে যাতে তারা তাদের চোখের সামনে বৃদ্ধি এবং বিকাশ লাভ করতে পারে এবং তাদের মধ্যে মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ঘৃণার কারণ তৈরি করতে থাকে এবং সুন্নিদের বিরুদ্ধে বিরক্তি ও ঘৃণার কারণগুলিকে আরও গভীর করে তোলে। শীঘ্রই আমরা ইহুদিবাদী-ক্রুসেডার অভিযান দেখতে পাব। - ক্রুসেডাররা জাহান্নামের হুইসলারদের দেখতে পাবে এবং তাদের আইএসআইএস কুকুরদের শিস দিতে শুনতে পাবে যাতে তারা সিরিয়ার সুন্নি মুজাহিদিনদের মাংস শিকারের দৃশ্য উপভোগ করতে পারে। তাই আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে শান্তি ও মঙ্গল কামনা করি। আইএসআইএসের সেবা এবং বিশ্বব্যাপী ইহুদিবাদী-ক্রুসেড যুদ্ধের জন্য একটি সক্রিয় হাতিয়ার হওয়ার প্রকৃত উদাহরণ হল মুসলিম উম্মাহ আফগানিস্তানে তাদের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছে এবং এখনও করছে। আমেরিকা এবং এই অঞ্চলে আমেরিকান এজেন্টরা তাদের সমর্থন করেছিল এবং এখনও করছে। তাই যখন মুজাহিদিনরা তাদের নির্মূল করার জন্য কোন এলাকার কাছে আসত,

তখন কাফের সেনাবাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে সরে যেত, তাদের বিমান থেকে তাদের সহায়তা প্রদান করত এবং তাদের জন্য আগে থেকে প্রস্তুত করা ক্যাম্পে স্থানান্তর করত, যাতে তাদের বংশবৃদ্ধির যত্ন নেওয়া যায়, তাদের সন্তানদের লালন-পালন করা যায় এবং তাদের যথাযথ বৌদ্ধিক খাদ্য সরবরাহ করা যায়। এবং এখন, ইসলামিক আমিরাত আফগানিস্তানে আইএসআইএস শিবির নির্মূল করার পর, পাকিস্তান এবং তাজিকিস্তানে তাদের লালন-পালনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এবং কিছু প্রতিবেশী দেশকে তাদের শিবিরগুলি তাদের কাছে স্থানান্তর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে প্রয়োজনে তারা ইসলামী শরিয়া প্রকল্পে আক্রমণ করার জন্য নিযুক্ত হতে পারে, এইভাবে ইহুদিবাদী শাসনকে পরাজিত করা যায়। - ক্রুসেড প্রকল্প সম্পন্ন করা যেতে পারে। পঞ্চম হুমকি হল ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্কের হুমকি, যাকে 'ন্যাটোতে ধর্মত্যাগের প্রধান' হিসাবে বিবেচনা করা হয়, একটি হুমকি যা এখনও উত্তর সিরিয়ার সাথে তার ঘাঁটিতে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে এটি এখন দৃশ্যত সিরিয়ার পৃষ্ঠপোষক হাত এবং এর পিছনের মালিক হয়ে উঠেছে এবং সিরিয়ার জন্য ইহুদি-ক্রুসেডার পুলিশ সদস্যের ভূমিকা পালন করছে। সিরিয়ার উপর এর প্রভাব বৌদ্ধিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে যাবে এবং আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে 'ফ্রি সিরিয়ান আর্মি' এবং 'ন্যাশনাল আর্মি' এর মতো বিভিন্ন নামে এর হাজার হাজার সিরিয়ান যোদ্ধা রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্ক প্রকল্পের হুমকির বাস্তবতা হল যে ইহুদিবাদীরা - এই যুগে মুসলিম দেশগুলির বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের যুদ্ধে কেবল একটি নির্ভরযোগ্য এজেন্টই নয়, বরং ইহুদিবাদী - ক্রুসেডার জোট, 'ন্যাটো' – এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং মুসলমানদের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং খারাপ তীরও। এই প্রকল্পটি গত দুই দশকে আফগানিস্তান দখলের সময় আক্রমণ এবং অভিযান চালিয়েছে। এটি দুর্বল মুসলমানদের রক্ত এবং মাংস খেয়ে তৃপ্ত হয়েছে, তা সে আফগানিস্তানে আমাদের মুসলিম ভাইদের রক্ত এবং মাংস হোক বা তুর্কি সীমান্তে তুর্কি সেনাদের সাথে আশ্রয় নেওয়া আমাদের সিরিয়ান ভাইবোনদের রক্ত হোক। অথবা আজ আমরা যেমন দেখতে পাচ্ছি, সামান্যতম মানবতাবিহীন তুরস্ক, মালি, সোমালিয়ায় দরিদ্র এবং দুর্বল মুসলমানদের রক্তপাত করছে। এবং আফ্রিকান সাহেল অঞ্চল, যা একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে নিকট ভবিষ্যতে সিরিয়ায় মুসলমানদের রক্তপাতের নিশ্চয়তা দেওয়ার তুর্কি পরিকল্পনা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে বাধ্য করে। 2 আমার মতে, এই পাঁচটি ফ্রন্ট সিরিয়ার ভবিষ্যতের মুখোমুখি সবচেয়ে বিপজ্জনক ফ্রন্ট। অন্যান্য অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত হুমকিও রয়েছে, তবে আপাতত, এই সবচেয়ে গুরুতর হুমকি সম্পর্কে কথা বলাই যথেষ্ট।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: আপনার কার্যকর মন্তব্যের জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ আপনি এমন বিপদের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা আমরা বুঝতে পারিনি যে এত বড় এবং এত আন্তঃসংযুক্ত এবং পরস্পর সংযুক্ত। আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে সেগুলি এমনভাবে সংক্ষিপ্ত করার জন্য যা পর্যবেক্ষকদের জন্য সিরিয়ার বর্তমান বাস্তবতা বুঝতে সহজ করে তোলে। (চলবে, ঈশ্বরের ইচ্ছায়)

1 সম্মানিত অধ্যাপকের আশঙ্কা সঠিক প্রমাণিত হওয়ার পর এক মাসেরও কম সময় কেটে গেছে, এবং এখন, এই সংলাপের উর্দু অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার সময়, এই হুমকি তার ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম শুরু করেছে।

২ সম্মানিত অধ্যাপকের আশঙ্কা সঠিক প্রমাণিত হওয়ার পর এক মাসেরও কম সময় কেটে গেছে, এবং এখন, এই কথোপকথনের উর্দু অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার সময়, সিরিয়ার পালমিরা বিমান ঘাঁটি (T4) তুরস্কের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এই বিষয়ে অন্যান্য নিবন্ধ